১৬-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের রুহানী সার্জন এবং প্রফেসর হয়ে হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খুলে অনেকের উপকার করতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবা ধর্ম স্থাপনা করেন, কিন্তু অন্য ধর্মস্থাপকেরা এসেও ধর্ম স্থাপনা করেছিলো, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

উত্তরঃ - বাবা শুধু ধর্ম স্থাপন করেই চলে যান, সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মস্থাপকেরা তাদের নিজেদের প্রারব্ধ বানানোর পরে যায় । বাবা নিজের প্রারব্ধ বানান না । বাবাও যদি প্রারব্ধ বানাতেন তবে বাবারও পুরুষার্থ করার জন্য অন্য কাউকে প্রয়োজন হতো । বাবাও বলেন, আমাকে রাজ্য শাসন করতে হয়না । আমি তো বাচ্চাদের জন্য ফার্স্টক্লাস প্রারব্ধ বানাই ।

গীতঃ- হে রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়োনা ! ঊষার আলো ওই দেখা যায়...

ওম্ শান্তি । এই গান যেন তোমরা বাচ্চারা তৈরি করেছ । গানের অর্থ আর কেউ বুঝতে পারেনা । বাচ্চারা জানে ঘোর অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে । এই অন্ধকার ধীরে ধীরে হয়েছে । এখন তোমরা বলবে এই সময় ঘোর অন্ধকার । তোমরা এখন আলোর পথের যাত্রী হয়েছ অর্থাত্ শান্তিধামের, বাবা-মায়ের ঘরের । বাবা-মায়ের সেই ঘর পবিত্র, আর এখানে বাবা-মায়ের ঘর পতিত । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে স্নেহশীল যিনি বসে আছেন, তাঁকে তোমরা বাবা বলো । তিনি তোমাদের পবিত্র বানিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যান । তিনিও বাবা ইঁনিও বাবা । তিনি নিরাকার আর ইঁনি সাকার । বেহদ বাবা ছাড়া আর কেউ বাচ্চা বলতে পারেনা । একমাত্র বাবাই এইরকম বলেন কারণ বাচ্চাদের তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাঁর সাথে । তিনি তোমাদের নলেজ দিয়ে পবিত্র বানিয়েছেন । বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারছ যে তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । বাবাকে এবং সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করতে হবে । এই জ্ঞান থেকে তোমরা এভার হেলদি হও । কেউ কেউ বলে, আমার করার মতো কোনও সেবা থাকলে বলো । তিন ফুট জমি দিয়ে সেখানে রুহানী কলেজ কাম হসপিটাল বানাও, এটাই সেবা । তাহলে তার ওপরে কোনো বোঝাও হবেনা । কোনকিছু বলার প্রশ্নই নেই । তোমাদের রায় দেওয়া হয়, যদি তোমাদের অর্থ থাকে তবে রুহানী হসপিটাল বানাও । এমন অনেক অনেক আছে যাদের কাছে কোনো পয়সা নেই । তারাও রুহানী হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খোলে । পরে গিয়ে তোমরা দেখবে অনেক হসপিটাল খুলে যাবে । রুহানী সার্জন হিসেবে তোমাদের নাম লেখা থাকবে - রুহানী সার্জন এবং প্রফেসর । রুহানী হসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি খুলতে খরচ নেই । মেল-ফিমেল উভয়েই রুহানী সার্জন এবং প্রফেসর হতে পারে । আগে, ফিমেলরা সেইরকম হতনা, তখন সবরকম ব্যবসায়িক কাজকর্ম পুরুষের হাতে থাকতো । এখন মাতারাও সেই কাজ করতে বেরিয়ে আসছে । অতএব, তোমরাও রুহানী সার্ভিস করো । যখন এই জ্ঞানে তোমরা আকৃষ্ট হবে তখন অন্যদেরও বোঝানো সহজ হয়ে যায় । তোমাদের ঘরে বোর্ড লাগাও । কিছু হসপিটাল বড় আর কিছু ছোট হয় । যদি কোনো পেশেন্টের বড় হসপিটালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তোমাদের তাকে বলা উচিত, এসো, আমি তোমাকে বড় হসপিটালে নিয়ে যাবো; সেখানে বড় বড় সার্জন আছে । বড় সার্জন ছোট সার্জনকে উপদেশ দেয় । তারা তাদের ফী নিয়ে নেয়, তারপর পেশেন্টের অবস্থা বুঝে রায় দেয় , যে তার বড় সার্জেনের কাছে যাওয়া উচিৎ । সুতরাং এইরকম সেন্টার খুলে বোর্ড লাগিয়ে দাও,

তাহলে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে । এইসব তো সাধারণ ভাবে বোঝার ব্যাপার । কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসে । ভগবান বাবাই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন । তোমরা যখন এমন বাবাকে খুঁজেই পেয়েছ তাহলে কেন না তোমরা তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নেবে ! তোমাদের মন – বচন –কর্ম দ্বারা ভারতকে সুখ দাও । তোমাদের মন , বচন, কর্ম রূহানী হতে হবে । মন্সা অর্থাৎ স্মরণ এবং বচন, মাত্র দুটো শব্দই তোমরা শোনাও – 'মনমনাভব' আর 'মধ্যাজীভব' , বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো । এই দুটোই তো বচন, তাই না ! উত্তরাধিকার কিভাবে লাভ করেছ আর কিভাবে তাকে হারিয়েছ – এটাই চক্রের রহস্য ! বৃদ্ধমাতাদেরও আগ্রহ থাকা উচিৎ । বলা উচিৎ আমাদেরও শেখাও । বৃদ্ধারাও এমন শেখায় যে বিদ্বান–পন্ডিতেরাও পারেনা । এইভাবে তোমাদের নাম গৌরবান্বিত করবে । ছবিগুলোও বোঝাতে খুব সোজা । কারও ভাগ্যে যদি না থাকে, তবে তারা পুরুষার্থ করবেনা । শুধু এটা ভেবে বোসো না যে, আমি তো বাবার হয়ে গেছি ! সে তো সব আত্মারাই হল বাবার । সব আত্মাদের বাবা পরমাত্মা । এ হল এক সেকেণ্ডের বিষয় । কিন্তু এটাই বোঝানোর যে, তোমরা কিভাবে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার লাভ করো এবং তিনি কখন আসেন । তিনি সঙ্গমযুগে আসবেন.। তিনি বোঝান, সত্যযুগে তোমরা এত জন্ম নিয়েছ এবং ত্রেতায় এত জন্ম । তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছ । স্বর্গের এখন আবার স্থাপনা হতে হবে । সত্যযুগে আর অন্য কোনো ধর্ম নেই । কত সহজ কথা ! অন্যকে বোঝানোতে অনেক খুশি হয় । তোমরা সুস্বাস্থ্য লাভ করবে কারণ তাদের আশীর্বাদ তোমাদের সাথে থাকবে । বৃদ্ধা মাতাদের জন্য এটা খুব সহজ । তারা দুনিয়াকে উপলব্ধি করেছে । যদি তারা কাউকে বোঝায় তো তারা আশ্চর্য করে দেখাবে । শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো । জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই তোমরা মাম্মা বাবা বলতে শুরু করো । তোমাদের অর্গ্যান্স অনেক বড় । তোমরা এটা বুঝে বোঝাতে পারো । তোমরা অর্থাত্ বৃদ্ধা মাতাদের বাবার নাম মহিমান্বিত করার প্রবল আগ্রহ থাকা উচিৎ এবং খুব মিষ্টি হওয়া উচিৎ । মোহ মমত্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উচিৎ । সবাইকেই মরতে হবে । জীবনের অল্প কদিন যা বাকি আছে কেন না আমরা একের সাথেই বুদ্ধিযোগ লাগাই ? তোমার যতটুকু সময় আর আছে বাবার স্মরণে থাকো এবং সবার থেকে মমত্ববোধ সরে যাবে । যখন কারও ৬০ বছর বয়স হয় সে বাণপ্রস্থে চলে যায় । তারা খুব ভালো বোঝাতে পারে । নলেজ ধারণ করে অন্যেরও কল্যাণ করা উচিৎ । ভালো ঘরের কন্যারা এমন পুরুষার্থ করে যে, ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝালে নাম কত না যশোদায়ক হবে । পুরুষার্থ ক'রে শেখা উচিৎ, আগ্রহ থাকা উচিৎ । এই নলেজ অতি ওয়ান্ডারফুল । বলো – দেখ কলিযুগ এখন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । মৃত্যু সবার সামনে দাঁড়িয়ে । কলিযুগের শেষে এসে বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন । কৃষ্ণকে বাবা বলা হবেনা, তিনি ছোট বাচ্চা । সত্যযুগের রাজ্য লাভ তাঁর কিভাবে প্রাপ্তি হয়েছে ! নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে তেমন কিছু কর্ম করেছিলেন । তুমি বোঝাতে পারো যে, ইঁনি (ব্রহ্মা) প্রকৃত পুরুষার্থ ক'রে প্রারব্ধ তৈরি করেছিলেন । তিনি কলিযুগে পুরুষার্থ করেছিলেন এবং সত্যযুগে প্রারব্ধ লাভ করেছেন । সেখানে একজনও কেউ নেই যে অন্যকে পুরুষার্থ করানোর প্রেরণা দিতে পারে । তাদের সত্য এবং ত্রেতাযুগে কত প্রারব্ধের প্রাপ্তি হয়েছে ! নিশ্চয়ই উঁচু থেকেও উঁচু বাবাকে খুঁজে পেয়েছে যিনি গোল্ডেন, সিলভার এজের মালিক বানান, অন্য কেউ তোমাদের এমন বানাতে পারেনা । তোমরা নিশ্চয়ই বাবাকে খুঁজে পেয়েছ । লক্ষ্মী–নারায়ণকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে না । এমনও নয় যে তোমরা ব্রহ্মা বা শংকরকে খুঁজে পেয়েছ । না ! তোমরা ভগবানকে পেয়েছ । তিনি নিরাকার । ভগবান ছাড়া কেউ নেই যে পুরুষার্থ করাবে । ভগবান বলেন, আমি তোমাদের জন্য ফার্স্টক্লাস প্রারব্ধ বানাই । আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় । স্থাপনা এখানেই করতে হবে একমাত্র বাবাই, যিনি তোমাদের এই পুরুষার্থ করতে

প্রেরণা দেন । অন্য সবাই যারা ধর্ম স্থাপনা করে তারা একজনের পিছনে একজন নীচে আসতে থাকে । যারা ধর্ম স্থাপনা করে তারা নিজেদের প্রারব্ধ তৈরি ক'রে চলে যায় । বাবা কখনও তাঁর নিজের জন্য প্রারব্ধ বানান না । যদি তিনি প্রারব্ধ তৈরি করতেন, তবে তাঁকেও পুরুষার্থ করানোর প্রেরণা দিতে কাউকে প্রয়োজন হতো । শিববাবা বলেন, আমাকে কে পুরুষার্থ করাবে ! আমার পার্ট এইরকমই, আমি রাজ্য শাসন করিনা । এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত ।

বাবা বসে বোঝান, আমি তোমাদের সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝাই । সেইসবই ভক্তিমার্গের । ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এই পথ অবরোহণের অর্থাত্ উতরতি কলা, তোমাদের হলো আরোহণ অর্থাত্ চড়তি কলা । বলা হয়, চড়তি কলা – কেবল একার সবার জন্য ভালো । সবাই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করে । পরে, ১৬ কলা থেকে নামতে নামতে নো (No) কলায় তোমাদের আসতেই হবে । গ্রহণ লাগে । গ্রহণ ধীরে ধীরে সবকিছুতে ছড়িয়ে পড়ে । এটা বেহদের কথা । এখন তোমরা সম্পূর্ণ হচ্ছ । তারপরে ত্রেতাযুগে দু'কলা কমে যায়; তোমরা সমান্য অধোগতি প্রাপ্ত হও । এই কারণে তোমাদের সত্যযুগের রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ করা উচিত্ । কম কিছু কেন নেবে ? যাই হোক পরীক্ষায় কেউই পাস করতে পারেনা এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়না । তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে এবং করাতে হবে । এই ছবিগুলোর মাধ্যমে খুব ভালো সেবা হতে পারে । খুব ক্লিয়ারলি লেখা হয়েছে । তাদের বলো, বাবা যখন স্বর্গের রচনা তৈরি করেন তবে আমরা নরকে কেন পড়ে থাকব ? এই দুনিয়া নরক হয়ে গেছে, দুঃখ ছাড়া কিছু নেই । তারপর অবশ্যই সত্যযুগের নতুন দুনিয়া আসা উচিৎ । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয় আছে । এখানে অন্ধবিশ্বাস বলে কিছু নেই । কোনো কলেজে অন্ধবিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই । এম্ অবজেক্ট সামনে উপস্থিত । মানুষ সেইসব কলেজে এই জন্মে পড়ে এবং এই জন্মেই প্রারব্ধ লাভ করে । এখানে, তুমি এই পড়ার প্রারব্ধ লাভ করো বিনাশের পর, তোমার নতুন জন্মে । দেবী-দেবতারা কিভাবে কলিযুগে আসবে ? তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের জন্য এটা বোঝানো খুব সহজ । খুব ভালো ছবি বানানো হয়েছে । ঝাড়ের ছবিও খুব ভালো । খৃষ্টানরাও ঝাড়ে বিশ্বাস করে; তারা খুশি উদযাপন করে তাদের রাজত্বের । সবার নিজের নিজের পার্ট আছে । তোমরা এটাও জানো যে, ভক্তি অর্ধ কল্পের । ভক্তিতে জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি সব হয় । বাবা বলেন, তারা আমায় খুঁজে পায়না । যখন তোমাদের ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে আসে, তখনই ভগবান আসেন । অর্ধকল্প জ্ঞান এবং অর্ধকল্প ভক্তি । ঝাড়ের ছবিতে ক্লিয়ারলি লেখা আছে । লেখা নেই এমন ছবিতেও তোমরা বোঝাতে পারো । ছবির দিকে তোমাদের অ্যাটেনশন দিতে হবে, এতে কত ওয়ান্ডারফুল নলেজ আছে । এটা এইরকম হয়না, যে শরীর তুমি লোন নিয়েছ, তাকেই নিজের সম্পত্তি ভাববে ! না, ভাবতে হবে যে তুমি ভাড়াটে । এই ব্রহ্মা নিজেও এখানে বসে আছেন; তাঁকেও এখানে বসাতে হবে । ঠিক যেমন কোনো কোনো বাড়ীতে বাড়ির মালিকও থাকে ভাড়াটেও থাকে । বাবা সারা সময় তো এই শরীরের মধ্যে থাকবেনা, একে হুসেনের রথ বলা হয়ে থাকে । যেমন যিশুখ্রিষ্টের আত্মা প্রাপ্তবয়স্ক শরীরে প্রবেশ করে খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছে । শৈশবের শরীর ছিলো আলাদা আত্মার । সেই ব্যক্তি ছোট বয়সে অবতার ছিলনা । নানকের আত্মাও সেই শরীরে পরে প্রবেশ করে শিখ ধর্মের স্থাপন করে । এই কথা সেই সমস্ত লোকেরা বুঝতে পারেনা । এই বিষয়ে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । পবিত্র আত্মাই এসে ধর্ম স্থাপন করে । এখন কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স, তারা কেন তাঁকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে ! তারা সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য দেখায় । তোমরা জানো, রাধাকৃষ্ণই পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে বিশ্বের মালিক হন । তাঁদের রাজধানীর স্থাপনা কিভাবে হয়েছিলো, তা' কারও বুদ্ধিতে নেই ।

তোমরা জানো, বাবা একবারই অবতরিত হয়ে পতিতকে পবিত্র বানান । কৃষ্ণের জন্মও তোমাদের প্রমাণ করতে হবে । কৃষ্ণ জ্ঞান দেননি । যিনি তাঁকে বানিয়েছেন, সর্বাগ্রে তাঁর জয়ন্তী উদযাপন করা উচিত্ । শিব জয়ন্তীতে মানুষ ব্রত ইত্যাদি রাখে । তারা তাঁর ওপরে দুধও ঢালে, রাত্রি জাগরণ করে । যেকোনভাবে এখানে তো রাত্রিই । যতদিন তুমি বাঁচবে, তোমাকে পবিত্রতার ব্রত রাখতে হবে । একমাত্র এই ব্রত ধারণেই তুমি পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । কৃষ্ণ জয়ন্তীতে তোমাদের বোঝানো উচিত্ যে কৃষ্ণ গৌরবর্ণ ছিলেন পরে শ্যামবর্ণ হয়েছেন, এইজন্য তাঁকে শ্যামসুন্দর বলা হয়ে থাকে । জ্ঞানের এই কথা কত সহজ ! শ্যামসুন্দরের অর্থ বোঝাতে হবে এবং চক্র কিভাবে ঘোরে । বাচ্চারা, তোমাদের সতর্ক হতে হবে । শিবশক্তি ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছে, এটা কারও জানা নেই । বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত এবং শিবশক্তিও গুপ্ত । তোমরা ছবি নিয়ে যে কোনো কারও ঘরে যেতে পারো । বলো, তোমরা সেন্টারে আসোনা এইজন্য আমরা তোমাদের ঘরে এসেছি, তোমাদের সুখধামের রাস্তা বলতে । তখন তারা বুঝতে পারবে যে তোমরা তাদের শুভচিন্তক । এখানে শ্রুতিমাধুর্যের কোনো কথা নেই । শেষে মানুষ বুঝবে প্রকৃতই তারা তাদের লাইফ নষ্ট করেছে, যেখানে তোমরা তোমাদের লাইফ সার্থক বানিয়েছ । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপ দাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নষ্টমোহা হয়ে এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে । দেহ-অভিমানী হয়ে এই শিক্ষাই ধারন করতে এবং করাতে হবে ।

২) মন -বচন -কর্ম দিয়ে ভারতকে সুখ দিতে হবে । মুখ দ্বারা সবাইকে জ্ঞানের দুটো কথা শুনিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে । শুভ চিন্তক হয়ে সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামের রাস্তা দেখাতে হবে ।

বরদানঃ- দৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা ফার্স্ট ডিভিশনের ভাগ্য নিশ্চিত করে মাস্টার নলেজফুল ভব

দৃঢ় নিশ্চয় ভাগ্যকে নিশ্চিত করে । ব্রহ্মাবাবা যেমন ফার্স্ট নম্বরে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, সেইরকম আমাদের ফার্স্ট ডিভিশনে আসতেই হবে -এই দৃঢ় নিশ্চয় রাখতে হবে । ড্রামাতে প্রত্যেক বাচ্চারই গোল্ডেন চান্স আছে । শুধু অভ্যাসে অ্যাটেনশন দিলে সামনের নম্বর লাভ করতে পারো, এইজন্য মাস্টার নলেজফুল হয়ে প্রতিটা কর্ম করতে থাকো । তাঁর সাথের অনুভব বাড়াও, তবে সব সহজ হয়ে যাবে । যার সাথে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা আছেন তার সামনে মায়া পেপার টাইগার (কাগজের বাঘ) ।

স্লোগানঃ- নিজেকে হিরো পার্টধারী মনে করে বেহদ নাটকে হিরো পার্টে অভিনয় করতে থাকো ।